দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 3 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... (৫) ... কলাম ...

# ভয়াবহ সেশনজটের আশঙ্কা জাবিতে

■ নিলয় মামুন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার ফলে বিভিন্ন অনুষদের ১৪টি বিভাগের প্রায় ১৯টি ব্যাচের ফাইনাল পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এতে ভয়াবহ সেশনজটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গত ২৮ মে টানা ৪০ দিন বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করার পরও দীর্ঘ ছুটিতে সেশনজটের আশঙ্কা থাকায় বিভিন্ন বিভাগ বন্ধের ভেতরেও পরীক্ষা চালিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু আন্দোলনের কারণে হল বন্ধের ফলে এসব পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস সূত্রে জানা যায়, কলা ও মানবিক অনুষদের অধীনে ইতিহাস বিভাগের ৩য় ও ৪র্থ বর্ষ, জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ এবং দর্শন বিভাগের ৪র্থ বর্ষের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অধীনে অর্থনীতি বিভাগের ৩য় বর্ষ, সরকার ও রাজনীতি, লোক-প্রশাসন এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের মাস্টার্সের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

গাণিতিক ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক অনুষদের অধীনে রসায়ন বিভাগের ২য়, ৩য়, ৪র্থ বর্ষ এবং মাস্টার্স, ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগের ২য় বর্ষ এবং পরিসংখ্যান বিভাগের ৪র্থ বর্ষের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। জীববিজ্ঞান অনুষদের অধীনে উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের ৪র্থ বর্ষ, প্রাণ-রসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের ৩য় বর্ষ ও ৪র্থ বর্ষ, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের ৪র্থ বর্ষের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এছাড়া বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অধীনে একাউটিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের ৭ম সেমিস্টারের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

## ১৪ বিভাগের ১৯ ব্যাচের পরীক্ষা স্থগিত

পরীক্ষা স্থগিত হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রাণ-রসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী রায়হান আহমেদ বলেন, গত বছরেই অনার্স শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এ বছরের প্রায় ৬ মাস অতিবাহিত হলেও পরীক্ষা শেষ হয়নি। উপরন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্য পরীক্ষা স্থগিত করায় আমরা হতভম্ব হয়েছি। অবিলম্বে তিনি পরীক্ষা চালু ও হল খুলে দেওয়ার দাবি করেন। এর আগে ২০১৩ সালে সাবেক ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বিরোধী আন্দোলনে শিক্ষকদের টানা ৩ মাসের ক্লাস বর্জন এবং ২০১৪ সালে বিএনপি-জামায়াত জোটের হরতাল-অবরোধের কারণে প্রতিটি বিভাগে ৬ থেকে ১১ মাস পর্যন্ত সেশনজটের সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীতে তা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করা হলেও বর্তমানে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। এদিকে আজ ৩ জুনের মধ্যে হল খুলে দেয়ার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আল্টিমেটাম দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষার্থী ঐক্য মঞ্চ। বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম হল খুলে দেওয়ার আশ্বাস দিলেও পরীক্ষা চালুর বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক আবুল হোসেন ইত্তেফাককে বলেন, খুব দ্রুতই হল খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তবে হল খোলা হলেও শিক্ষার্থীরা বাড়ি যাওয়ার কারণে স্থগিত হওয়া পরীক্ষাগুলো ছুটির পরে অনুষ্ঠিত হবে।